31

দৈনিক খবর

14 AUG 1991
তারিখ ~~10 AUG 1991~~
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

# শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

অব্যাহত সন্ত্রাসের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হলেও সন্ত্রাসকারীদের দৌরাত্ম্য অব্যাহত থাকায় ক্লাস হতে পারছে না। শিবিরের সশস্ত্র মাস্তানরা ভিসি'র বাসভবন অবরোধ করায় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। সন্ত্রাসী তৎপরতা ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলে গত এক মাসে আরো অনেকগুলো ডিগ্রী কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রাজধানী মহানগরীতে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ সমর্থিত কর্মীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজটি বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে দু'দল ছাত্রের মধ্যে সীট দখলকে কেন্দ্র করে হামলা, পাল্টা হামলা, সংঘর্ষ, বোমাবাজি ও বন্দুক যুদ্ধে অন্ততঃ ১০ জন ছাত্র আহত ও কলেজ ছাত্রাবাসের ৬৫টি কক্ষ ভাঙচুর হয়। একটি কক্ষে অগ্নিসংযোগ করা হয়। রিপোর্ট সূত্রে প্রকাশ, গত ১৩ই জুলাই ৩০০৬ নং কক্ষে একটি পোস্টারকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে উত্তেজনার সূত্রপাত হয়। এ ঘটনার জের হিসেবে রাতে ছাত্রদল কর্মীরা কলেজের ছাত্রাবাসের ছাত্রলীগ সদস্যদের ৩টি কক্ষ দখল করে নেয়। এ সময় ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। ৪/৫টি বোমা ফাটানো হয়। পরের দিন কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদলের দখলকৃত কক্ষগুলো ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। মঙ্গলবার সকাল ১০টার মধ্যে কক্ষগুলো ছেড়ে দেয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা দেয়া হয়। একটি ছাত্র সংগঠন রাতে কলেজের প্রধান ছাত্রাবাসে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। বহিরাগতরাও এসে যোগ দেয়। ভোর সাড়ে ৪টায় বোমা বিস্ফোরণ ও গুলীর শব্দে গোটা এলাকা প্রকম্পিত হয়। এরপর সংঘর্ষ প্রচন্ড আকার ধারণ করে এবং উভয় পক্ষের ১০ জন ছাত্র আহত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্রাবাসগুলো খালি করার নির্দেশ দেন।

একই দিন নারায়ণগঞ্জে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে উপরোক্ত দু'টি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে ৩ জন ছাত্রীসহ ২০ জন আহত হয়। উভয় পক্ষে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়ায় পথচারীরাও আহত হয়েছে। ঢাকায় সরকারী শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ এবং তেজগাঁ কলেজেও ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে হিংসাত্মক সংঘর্ষ ঘটেছে। দেশের অন্যান্য এলাকা থেকেও ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষের খবর কাগজে ছাপা হয়েছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বৈরিতাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসী তৎপরতা চলার দরুন দেশের বহুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সাত মাস যাবৎ কোনো ক্লাস হচ্ছে না। অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর চট্টগ্রাম ভার্সিটি খোলা হলেও আজ পর্যন্তও কোনো ক্লাস হতে পারেনি। ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে যাচ্ছে না। সশস্ত্র সন্ত্রাসকারীদের সৃষ্ট বিভীষিকা এখনও ছাত্র-ছাত্রীদের তাড়া করছে। সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য 'ডাকসু' নির্বাচন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক মতপার্থক্য কিংবা দলগত বিরোধ শিক্ষাঙ্গনে শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্টের কারণ হোক- এটা কারো কাম্য নয়। সবারই শিক্ষাঙ্গনে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া দরকার। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াবে এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কে জাতীয় সংসদেও আলোচনা হয়েছে। সকল দলের মিলিত প্রচেষ্টায় ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসলেই দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে।